তারিখ ...২৭|১|৮২...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

033

প্রাইমারী ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক বিতরণ প্রসঙ্গে সরকারী ব্যাখ্যা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পোশাক দেয়া হবে না—এই মর্মে গতকাল বৃহস্পতিবার একশ্রেণীর সংবাদপত্রে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারী তথ্য বিবরণীতে এক ব্যাখ্যা দেয়া হয়, ব্যাখ্যায় বলা হয়, "পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮০-৮১ সালে প্রাথমিক স্কুলের

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

সরকারী ব্যাখ্যা

(১ম পাতার পর)

ছাত্রীদের পোশাক বিতরণের জন্য সরকার সারাদেশের থানা পর্যায়ে প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। তার ফল আশানুরূপ হয়নি। এরপর ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮২-৮৩ অর্থবছরের জন্য প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পোশাক তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়। যার বিতরণ কাজ বর্তমানে চলছে এবং এ বছরের মাঝামাঝি সম্পন্ন হবে।

বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ ব্যবস্থাটি সংশ্লিষ্ট সকল মহল ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পোশাক তৈরী এবং বিতরণ কার্যক্ষেত্রে একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ হতে বাধ্য। অর্থের অপচয়, সময়মত কাপড় ও পোশাক সরবরাহ সুনিশ্চিত করার বাধাবিঘ্ন এবং সম্ভাব্য আনুষঙ্গিক দুর্নীতি এই প্রকল্পটির দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার পেতে পারে এমন মূল বিষয়গুলোর উপর জোর দিলে একই প্রকল্পের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সহজেই হাসিল হতে পারে। দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহের মেরামত ও পুনর্নির্মাণ, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শৌচাগার নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা আরও জোরদার হওয়ার সাথে সাথে স্কুল পরিত্যাগকারীদের সংখ্যার হার হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

"এ সকল বিষয় চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিনামূল্যে পোশাক সরবরাহের পরিবর্তে ভবিষ্যতে এ টাকা উপরোক্ত খাতসমূহে খরচ করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন জোরদার ও ত্বরান্বিত করা হবে। অর্থাৎ বছরে প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি টাকা যা বিনামূল্যে পোশাক সরবরাহের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল তা আগামী অর্থবছর হতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার পেতে পারে এমন সব বিষয়েই ব্যয় করা হবে।"